গালাতীয়ার ইমানদারদের কাছে হযরত পৌল রা. চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ৪

[১-২]আমি বলতে চাচ্ছি- উত্তরাধিকারীরা যতদিন নাবালক থাকে, ততদিন তারা গোলামদের থেকে উত্তম নয়; যদিও তারা সমস্ত সম্পত্তির মালিক; কিন্তু পিতার বেঁধে দেওয়া সময় পর্যন্ত তারা অভিভাবক ও ভারপ্রাপ্ত লোকের অধীনে থাকে।

[৩]তাই আমাদের ব্যাপারটিও একই রকম- আমরা যখন নাবালক ছিলাম, তখন তো আমরা ছিলাম দুনিয়ার নানা রীতিনীতির গোলাম ছিলাম।

[৪-৫]কিন্তু সময় পুর্ণ হলে আল্লাহ তাঁর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে পাঠালেন, যিনি শরীয়তের অধীনে, একজন নারীর গর্ভে জম্ম নিয়েছিলেন, যেন শরিয়তের অধীনে থাকা লোকদেরকে মুক্ত করতে পারেন এবং আমরা দত্তক সন্তানের অধিকার লাভ করতে পারি।

[৬]যেহেতু তোমরা সন্তান, তাই আল্লাহ তাঁর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনের রুহকে আমাদের হৃদয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন; যিনি তাঁকে "আব্বা! পিতা!" বলে ডাকেন ।

[৭]সুতরাং, তোমরা আর গোলাম নও, বরং সন্তান; আর যদি সন্তান হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহর মাধ্যমে উত্তরাধিকারীও বটে।

[৮]আগে যখন তোমরা আল্লাহকে জানতে না, তখন তোমরা যেসব সত্ত্বার গোলাম হয়েছিলে যারা প্রকৃত আল্লাহ নয়।

[৯]কিন্তু এখন তোমরা আল্লাহকে চিনেছো, কিংবা অন্যভাবে বলা যায়, আল্লাহর দ্বারা পরিচিত হয়েছো, তাহলে কেমন করে তোমরা আবার ওই সব দুর্বল ও ভিখারির আত্মার দিকে ফিরে যেতে পারো? কেমন করে তোমরা আবার ওই সবের গোলাম হতে চাইতে পারো?

[১০]তোমরা বিশেষ-বিশেষ দিন, মাস, ঋতু ও বছর পালন করছো।

[১১]তোমাদের নিয়ে আমার ভয় হচ্ছে, তোমাদের জন্য আমার কাজ হয়তো ব্যর্থ হয়েছে।

(১২) ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা আমার মতো হও, কারণ আমিও তোমাদের মতো হয়েছি। তোমরা আমার প্রতি কোনো অন্যায় করোনি।

(১৩)তোমরা জানো যে, আমার শারীরিক অসুস্থতার জন্যই আমি প্রথমে তোমাদের কাছে সুখবর প্রচার করেছিলাম;

(১৪)যদিও আমার অবস্থা তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছিলো, তবুও তোমরা আমাকে অবহেলা বা তুচ্ছ করোনি, বরং তোমরা আমাকে আল্লাহর ফেরেস্তা হিসেবে, মসিহ ইসার মতোই গ্রহণ করেছিলে।

(১৫)তাহলে তোমাদের নিজেদের সেই কৃতজ্ঞতাবোধ কোথায় গেল? তোমাদের সম্বন্ধে আমি এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, যদি সম্ভব হতো তাহলে তোমরা তোমাদের চোখ তুলে আমাকে দিয়ে দিতে।

(১৬)তাহলে সত্য কথা বলার কারণেই কি এখন আমি তোমাদের শত্রু হয়ে গেছি?

(১৭)তারা এখন তোমাদের প্রতি খুবই আগ্রহ দেখাচ্ছে বটে, তবে তা কোনো ভালো উদ্দেশ্যে নয়; তারা আমার দিক থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে রাখতে চায়, যাতে তোমরা তাদের প্রতি আগ্রহী হও।

(১৮)আমি যখন তোমাদের মাঝে উপস্থিত থাকি, কেবল তখন নয়, বরং মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য সব সময়ই প্রস্তুত থাকা ভালো।

(১৯-২০)আমার স্নেহের সন্তানেরা, যতদিন না তোমাদের মধ্যে মসিহকে দেখা যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত আমি আবার তোমাদের জন্য প্রসব-বেদনা ভোগ করছি, আমি যদি এখন তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকতে পারতাম ও আমার সুর বদলাতে পারতাম, কারণ আমি তোমাদের বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।

(২১)আমাকে বলো তো, তোমরা যারা শরিয়তের অধীনে হতে চাও, তোমরা কি শরিয়তের শুনতে পাও না?

(২২)লেখা আছে, হযরত ইব্রাহিম আ.-এর দু’ টি ছেলে ছিলো, তাদের একজন দাসীর মাধ্যমে ও আরেকজন স্বাধীন মহিলার মাধ্যমে।

(২৩)দাসীর সন্তানটি জন্মেছিলেন মাংসিক অভিলাষে ও স্বাধীন মহিলার সন্তানটির জন্ম হয়েছিলো ওয়াদার মাধ্যমে।

(২৪)এটি একটি রূপক- এই দুই মহিলা দু’ টি ওয়াদার প্রতীক। একটি ওয়াদা তুর পাহাড় থেকে আসা হাজেরা, যিনি গোলামীর জন্য সন্তান প্রসব করেছিলেন।

(২৫)হাজেরা হলেন আরবের তুর পাহাড়, এবং বর্তমান জেরুসালেমের সংগে সাদৃশ্যপূর্ণ; কারণ সে তার সন্তানদের সাথে গোলামীতে রয়েছে।

[২৬]কিন্তু অপর মহিলা বেহেস্তের জেরুসালেমের প্রতীক; সেই জেরুশালেম স্বাধীন এবং তিনিই আমাদের মা।

[২৭]কারণ কিতাবে লেখা আছে, "হে নিঃসন্তান, তুমি আনন্দ করো, তুমি যে সন্তানহীনা, আনন্দ করো। যার কখনো প্রসব-বেদনা হয়নি- আনন্দে ফেটে পড়ো, চিৎকার করো; কারণ বিবাহিতার চেয়ে নিঃসংগ-নারীর সন্তান অনেক বেশি।"

[২৮]এখন, আমার বন্ধুরা, তোমরা হযরত ইসহাকেরই মতো ওয়াদার সন্তান।

[২৯]সেই সময় মাংসিক অভিলাষে জন্ম নেওয়া সন্তানটি যেভাবে রূহ অনুসারে জন্ম নেওয়া সন্তানটির ওপর জুলুম করতেন, এখনও ঠিক তা-ই করা হচ্ছে।

[৩০]কিন্তু আসমানি কিতাব কী বলে? "দাসী ও তার সন্তানকে তাড়িয়ে দাও; কারণ দাসীর সন্তান কোনোমতেই স্বাধীন নারীর সন্তানের সংগে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না।"

[৩১]সুতরাং, ভাই ও বোনেরা, আমরা দাসীর সন্তান নই, আমরা বরং স্বাধীন নারীরই সন্তান।